স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২

প্রকাশনায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও পদক্ষেপ বিষয়ে জনগণকে অবহিতকরণে এ প্রতিবেদন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের ইতিবাচক মনোভাবেরই একটি অংশ হিসাবে এই উদ্যোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের জানাই অভিনন্দন।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সুস্থ সবল জাতি গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাস, প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবা প্রদান, গ্রামাঞ্চলের জনগণের জন্য ওষুধ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদানসহ সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ তথা অনলাইনে সেবা প্রদানে মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সফল অগ্রযাত্রা শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দূরদর্শী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুরস্কার ও স্বীকৃতির গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন, হাসপাতালে চিকিৎসক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নতুন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন ও আধুনিক চিকিৎসা সেবার বিকাশে উৎসাহ প্রদান এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগীকরণে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। স্বাস্থ্যবান ও দক্ষ জনশক্তি প্রতিটি দেশের জন্যই বিরাট সম্পদ। একটি সুস্থ ও সক্ষম জাতি গঠনের মাধ্যমে জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তনই আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি মানের উন্নয়ন, গড়আয়ু বৃদ্ধি এবং কর্মদক্ষতা সৃজনের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১৬) নামক একটি ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, সেবা প্রাপ্তি আরও সহজলভ্য এবং স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার কমানো এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিষ্ঠা, সততা, নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'আর একবার দরকার
শেখ হাসিনার সরকার'

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নছিল ক্ষুধা আর দারিদ্রহীন একটি সমাজ গড়ার। আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই এ লক্ষ্যে মানুষের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। দেশ আজ পরিপূর্ণভাবে দারিদ্রমুক্ত না হলেও মানুষের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড়আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে। এ বিষয়ে পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশায় কাজ করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্যসেবা সকলের জন্য সহজলভ্য করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। তাইতো দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য নেয়া হয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত সাড়ে তিন বছরে স্বাস্থ্য খাতে বাস্তবায়িত হয়েছে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। চিকিৎসা সেবার প্রতি মানুষের আস্থা অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাপক ও অভূতপূর্ব এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে এ আমাদের অঙ্গীকার।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জনসাধারনের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির এ ধারা নির্বিঘ্ন থাকবে এটা আমার প্রত্যাশা ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

(ডা. ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি)

সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে গত ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এবারে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এক সাথে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশের সময়টাকে এগিয়ে আনার কারণে দুবছরের প্রতিবেদন একত্রে প্রকাশ করা হল। এটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণের একটি পদক্ষেপ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণকে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ সেবা যাতে বিশেষ করে দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির চাহিদা মেটাতে পারে সে লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবার সর্বোত্তম উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট।

এ প্রকাশনায় মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থা সমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকান্ড ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে সেবার মানোন্নয়নে, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা সকলে পাবেন বলে আশা রাখি।

এ প্রকাশনার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোন মতামত থাকলে তা আমাদের ইমেইলের মাধ্যমে জানাতে পারেন।

(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)

প্রাককথন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অন্যতম বৃহৎ মন্ত্রণালয়। এর কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত। এ মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক কর্মকান্ড সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে হাল নাগাদ রাখার জন্য প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল।

ইতোপূর্বে নানা কারণে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ এর প্রতিবেদন বিগত বছরে এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ এর প্রতিবেদন এ বছর একসঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। অতীতের জট ভেঙ্গে আমরা নিয়মিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সরকার আইনি কাঠামোর মধ্যে জনগণের তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। আমরা আশা করি প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি,** মাননীয় উপদেষ্টা **অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী** ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **ডা. ক্যাপ্টেন(অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি** এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় ও অনুপ্রেরণায় এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদকে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির এ প্রতিবেদনটি স্বল্প সময়ে প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাভুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এই প্রতিবেদন। বিশেষ করে উপ-সচিব ডা. মোঃ সাজেদুল হাসান প্রতিবেদনটি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সম্পাদনা পরিষদ তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেবা সরবরাহ এবং এর কর্মপরিধি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের ধারণা। দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনটি আরও বেশী সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ করে তুলতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না, ছিল সময়ের স্বল্পতা। এ বিবেচনায় পাঠক ভুল ত্রুটি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আমাদের দায়ভার লাঘব হবে বলে আশা রাখি।

প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও একই সাথে প্রকাশিত হবে। যারা এটি পড়বেন তাদের মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিবেদন আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মাহমুদা আকতার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

উপদেষ্টা

প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি
মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা

ডা. ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি
প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	- সভাপতি
উপ-সচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (নির্মাণ অধিশাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (হাসপাতাল-২ অধিশাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (পার-৪ অধিশাখা)	- সদস্য
সিস্টেম এনালিস্ট	- সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-১ শাখা)	- সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৫ শাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)	- সদস্য সচিব

কৃতজ্ঞতায় ঃ
মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ, প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও
লাইন ডাইরেক্টর, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

প্রচ্ছদ ঃ
ডা. মোঃ সাজেদুল হাসান

প্রকাশকাল ঃ ৯ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণঃ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়